যাযাবর

গার্গী ভট্টাচার্য

Jajabor

Gargi Bhattacharya

++++++

Copyrighted material

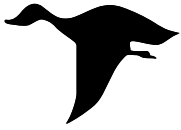

সোনালি ডানার রিমঝিম পাখিদের---

The best revenge is massive success. –Frank Sinatra

গল্প : : : : :

জলচর

নীল সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপ । সেখানে অসংখ্য হাঁস আর শামুক । অপরূপ এই দ্বীপে লোকে নৌকো করে ঘুরতে যায় । একদিন সন্ধ্যার অল্প আগে সেখানে যাবার জন্য সোহম একটি বোটে চড়ে বসে । মাঝবয়সী মাঝি ওকে মাঝদরিয়ায় নিয়ে গিয়ে চম্পট দেয় । আসলে ওখানে পৌঁছে সে একটি অক্টোপাসের রূপ ধারণ করে । সাঁতার না জানা সোহম গভীর জলে ডুবে প্রাণ হারায় । এরকম বহু মানুষের জীবন হানি হয়েছে ঐ দ্বীপে যাবার পথে ।

আসলে ঐ অক্টোপাসটি যখন জীবিত ছিলো তখন এক ঊষা লগ্নে সে সাগর পাড়ে এসে আটকে যায় । করুণ চোখে আর্তি জানালেও কোনো তীর ধরে হেঁটে যাওয়া মানুষ ওকে জলে ঠেলে দেয়নি । পরে সে মারা যায় ।

এরপর থেকে ঐ সাগর তীরে এরকম এক নৌকো দেখা যায় । তার চালক কখনো বৃদ্ধ , কখনো কোনো রূপসী মেয়ে আবার কখনো বা নেহাতই মাঝবয়সী কেউ !

সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা সরকারি নৌকোর মাঝেই সে থাকে ঠাকুরাণীর ঘাটে -যা ঐ জায়গার পোশাকী নাম , কেউ দ্বীপে যাবার বোট ধরতে চাইলে নানান মুখের ভীড়ে ওর তালপাতার ডিঙিতে চড়ে বসে আর শেষ যাত্রায় মেশে ।

দায়বদ্ধ

অসম্ভব গুণী মানুষ মল্লার মন্ডল আজকের যুগেও ভীষণ সৎ । ওর গিন্নী বলে , এত সততা দেখানো ভালো নয় । যুগের হাওয়া অনুযায়ী চলতে হবে নাহলে লোকে মাড়িয়ে চলে যাবে । তবুও মল্লারের মন বদলানো সহজ নয় ।

সততার ভূতের কবলে পড়ে ব্যবসায় অনেক লোকসান হয়েছে তবুও এতে নাকি তার রাতে--- শান্তিতে ঘুম হয় !

মল্লারের ফসল ফলানোর ব্যবসা আছে । একবার তার ক্ষেতের পেঁপে খেয়ে লোকের মৃত্যু হয় । গোটা বিশেক মানুষ মারা যায় । নিজের দায় এড়াতে পারেনা মল্লার । তাই ওর ক্ষেতের বাকি সমস্ত ফসল নষ্ট করে দেয়, নিজ হাতে । কারণ এক জীবানুর উপদ্রবে এই মৃত্যু । আর কেউ যেন ওর ফলানো ফসল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা ! অনেক টাকা লোকসান হলেও মল্লার শান্তিতে ঘুমাতে পারে--- কোনো ঘুমের ওষুধ ছাড়াই ! মানসিক অবসাদের যুগে এও কি কম কথা নাকি ?

পালোয়ান

মধুর সাহার বাবা ছিলো মেঘলা আকাশ সাহা । ভদ্রলোক একজন সফল উকিল হলেও, স্ত্রীর চাপে তাকে কলকাতায় চলে আসতে হয়---- পাটনার রমরমা ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে ! কারণ তার বৌ কিছুতেই বাংলার বাইরে থাকবে না ।কলকাতায় এসে তাই পসার জমাতে অক্ষম হয়ে মেঘলা আকাশ সাহাবাবু , নামের মতনই মেঘে ডুবে গিয়ে হারিয়ে যায় এই দুনিয়া থেকে । বাবার মৃত্যুর পর ওর একমাত্র

ছেলে কেবল মাকে দোষারোপ করতে থাকে এই ঘটনার জন্য । ছেলে মধুর সাহা কোনো কাজ করেনা । ওর যুক্তি হল, কবে কোথায় থাকে তারপর পেশার দফারফা । তাই সে একজন পালোয়ান হতে চায় । যেখানেই যাবে, লোকে ওকে দেখতে আসবেই ! আর আজকাল তো পেশী ও জিমের যুগ ! চিত্র-তারকাদেরও তো আজকাল পেশী বুনতে হয় । কাজেই সবাই পালোয়ানদের সম্পর্কে জানে । তাই মধুর সমানে চেষ্টা করে যেতে থাকে, যাতে ওর দেহ পেশী বহুল ও সুঠাম হয় । কিন্তু বহু পুরাতন এক পৈটিক গোলোযোগের কারণে যা খায় বদহজম হয়ে যায় তার । শেষে মনোবাসনা পূর্ণ হয়-- এক নেটের বন্ধুর কল্যাণে ।

ফুকুসাওয়া ফুজি নামে এই বন্ধু ; ওকে এক বিশেষ জামা পাঠায়, জাপান থেকে । এই জামা আদতে পুরু চামড়া দিয়ে তৈরি । নকল চামড়া । জামাটি দেখতে একদম একটি পেশীবহুল মানুষের দেহের উপরিভাগের মতন । বাইসেপ, ট্রাইসেপ সবই তাতে রয়েছে । গেঞ্জীর মতন মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে নিলেই লোকে একজন ব্যায়ামবীর বলে ভুল করতে পারে । এই নব পোশাকের কারণে এখন বেশ নাম করেছে মধুর ।

বাইরে থেকে দেখে অনেক মানুষই বিশেষ করে সুন্দরীরা ওকে - সলমান খান বলে ভুল করছে ।

ভিক্ষুক

সারাদিন খেলা দেখিয়ে বেড়ায় পোষা বাঁদর লেকিন । লেকিনের মালিক ভিখুরাম , সন্ধ্যায় মোটা কামিয়ে ঘরে ফেরে । ঘর মানে একচালার এক কুটির । সেখানে বিছানায় বসে পিৎজা আর বার্গার খেতে অভ্যস্ত এই পুণা শহরের মানুষটি । ভিখুরাম উঁসগাওকরের পোষ্যটি অবশ্য সন্ধ্যা নামলেই শহরের আনাচে কানাচে ভিক্ষার বাটি নিয়ে খাবারের সন্ধান করে । মালিক ভিখু আর বাঁদর লেকিন দুজনেই আগে সার্কাসে ছিলো । এক ধনীর প্রাইভেট সার্কাস সেটি । পরে সার্কাস বন্ধ হয়ে গেলে ওরা পথে ঘুরে খেলা দেখাতো । মোটা টাকা আয় করা লেকিন যখন খাবারের জন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে পথে নামতো ঠিক তখনই পিৎজা শেষ করে পাউভাজি নিয়ে বসতো ভিখু । কারণ নাম

ভিখু হলেও ভিখের সাথে মানে ভিক্ষা , তার কোনো যোগাযোগই নেই । পেট ভরে গেলেও, ঠেসে ঠেসে জাঙ্ক ফুড খেতে অভ্যস্ত ভিখু--একদিন হৃদযন্ত্রের বিকলতার কারণে ইহলোক ত্যাগ করে । অসম্ভব ওস্তাদ বাঁদরের খেলা আর অসহায় অবস্থা দেখে, এক পথিক তাকে দত্তক নেয় । বাঁদর পাড়ি দেয় বিমানের পেটে করে সুদূর এক রঙীন দেশে । এই দেশে পোষ্য সম্পর্কিত সমস্ত আইন ভীষণ কড়া । তাই স্নান করিয়ে , তোয়ালে দিয়ে মুছে , সেন্ট ও পাওডার মাখিয়ে লেকিনকে ঘরে তোলে ওর নতুন মালিক । আর নামটিও বদলে দেয় । ওর নাম হয় লার্কি । এখন ও সারাদিন ঘরে বসে কাটায় । আর মাঝে মাঝে টিভিতে অ্যানিমাল প্ল্যানেট দেখে । টিভি নিজেই চালিয়ে নেয় । সব শিখে পড়ে নিয়েছে যে !! কখনো বা হেড়ে গলায় কিচ্ কিচ্ করেই গেয়ে ওঠে ::: আজি ঝর ঝর মুখর বাদরও দিনে !!!

হনিমুন

হনিমুনে গেছে যুগান্ত পাল কিন্তু মনটা বিগড়ে গেছে । আসলে সে বিয়েই করতে চায়নি । চেয়েছিলো জীবনটা একজন ক্যাথলিক্ প্রিস্ট হিসেবে কাটাবে । সেইমতন থিওলজি নিয়ে নানান ডিগ্রী নিচ্ছিলো কিন্তু একদিন সৈকতে বেড়াতে গিয়েই হল বিপদ । আসলে স্কুলের বন্ধু অরিহন্তের সাথে তার, পরেও খুব দোস্তি ছিলো তাই ওর মেয়ের জন্মদিনে ওদের শহর , সমুদ্র ঘেঁষা জুমুটে যায় । সেখানে জন্মদিনের আসরে এক আজব জিনিস দেখে সে । সারাটা সময় আসরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অরিহন্তের মৃত বাবা । একদম সেজেগুজে , মালা পরে ! অনুসন্ধানের পরে জানা যায় যে এ-হল এক কন্যা যে আদতে অভিনেত্রী । লোকাল থিয়েটারে কাজ করে । মেয়েটি একজন পুরুষের ছদ্মবেশে , তার মুখোশ পরে একেবারে সেই ব্যাক্তি হয়ে ওঠে যাকে দেখে সবাই ঘাবড়ে যায় । একে আনা হয়েছে এই জন্য যে অরিহন্তের মেয়ের খুব কাছের মানুষ ছিলেন তার পিতামহ । কিন্তু আজ এই উৎসবে তিনি নেই । মারা

গেছেন বেশ কয়েকমাস আগে । কন্যার বুকে ব্যাথা দিতে চায়না অরিহন্ত তাই ঠাকুর্দার মুখোশ পরে, একদম দাদুভাই সেজে এক মহিলা অভিনেত্রী তার স্পর্শ দিতে থাকে সারা আসর জুড়ে । দাদুভাই হাসছেন, কথা বলছেন , কেক্ কাটছেন । অভিনব ব্যাপার । গলার স্বরটিও বদলে ফেলেছে ক্যাসেট শুনে শুনে । একশো ভাগ অরিহন্তের বাবার গলাই !

পুরো জিনিসটা জেনে মেয়েটির সাথে আলাপ করে যুগান্ত ।আর তাতেই কাল হয় । মেয়েটির পরিবার ওকে কিড্ন্যাপ করে আর বিয়েও দিয়ে দেয় রাতারাতি এই অ্যাক্ট্রেসের সঙ্গে । এই নগরে কন্যাপক্ষ , বরকে গায়েব করে দেয় ।

জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়, কিছু বোঝার আগেই কারণ ছেলেরা বিশাল আকারের পণ দাবী করে । আর পণ কেন ? মোটা মোটা গয়না, মুক্তো, হীরে , জহরৎ দিতেই হবে- তা মেয়ের বাবা যত গরীব বা মধ্যবিত্তই হোক্ না কেন! নাহলে বিয়েই হবেনা মেয়েদের । পাত্রর কিছুই দেখেনা সমাজ । তারা কালো, বেঁটে, মোটা , টেকো, গন্ড-মূর্খ যাইহোক্ না কেন, কিছু যায় আসেনা । মেয়েরা, মোটা পণ ইত্যাদি নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে ।

এমনকি আট/নয় বছরের ছেলেকেও তাই গায়েব করে দেয় কন্যাপক্ষ । কেবল একজন লিঙ্গধারী প্রয়োজন আরকি ! তারপর মন্দিরে গিয়ে, বিয়ে দিয়ে দেয় । ভয়াল দেবী , লোলজিহ্বা মুন্ডমালিনীর লোকাল মন্দিরে একবার বিয়ে হয়ে গেলে কেউ অস্বীকার করার সাহস দেখায় না । তাই এই রীতিনীতিই চলে আসছে ওখানে । এখানে মেয়েদের নয় বরং ছেলেদের আড়ালে রাখে তাদের পরিবার । তবুও পাত্ররা পণ নেবেই আর মেয়েপক্ষও অত টাকা ,ধনসম্পদ তাদের মেয়েকে দেবেনা ।

তাই মধুচন্দ্রিমা, নীল বিষ হয়ে উঠেছে । অরিহন্তের মেয়ের শুভদিনই হয়ে গেছে অশুভ , যুগান্তের কাছে-- কারণ বৌ গুণী হলেও, তাকে স্ত্রী হিসেবে পছন্দ হয়নি । কারণটা কিছুই না- সমাজের সাবধানবাণী আরকি !

অভিনেত্রীদের আবার কেউ বিয়ে করে নাকি ?

ওরা নটী , বারোয়ারি সম্পত্তি । ওদের কেউ বৌ করে যেন ভুলেও ঘরে না তোলে । ওন্‌লি হ্যাভ ফান্‌ অ্যান্ড এনজয় ।।।

রু

আবহাওয়া অফিস জানালো সেদিন রাতে তুমুল ঝড় হবে ! এই খবর শুনে বাইরে থেকে সমস্ত জামাকাপড় ও ব্যবহার করার জিনিস ঘরে তুলে আনে মনিষা ।

মাত্র ছয়মাস হল মনিষা বিদেশে এসেছে । ওদের বাসা জঙ্গলের ধারে । ডেটিং সাইটে যোগাযোগ করে এক সাহেবকে বিয়ে করে সে পরবাসে আসে । ওর স্বামী জেফ্, একটি কোম্পানির হয়ে গাড়ি চালায় তাই অনেক সময় অন্যান্য শহরে থাকে ।

একাকী মনিষার দিন কাটে এই বনবাসরে ।

ঝড় হবার আগে সব গুছিয়ে নিলো । তারপর ঘরের ভেতরে এসে দেখে তিনটি ক্যাঙারু ওর বেডের পাশে দাঁড়িয়ে ! ওরাও ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়েছে হয়ত । সেদিন রাতভর ওরা মনিষার ঘরেই ছিলো , চোখে কৃতজ্ঞতার ছবি নিয়ে । **বিদেশে ; ওদের সংক্ষেপে বলে রু ।**

বিসর্জন

হাতীদের রক্ষক হিসেবে পরিচিতা মেমবুড়ি, ডিনা এলাকায় কেন বিদেশেও নাম করেছে । ওর কাজ ছিলো হাতীদের, পোচারদের হাত থেকে রক্ষা করা । হাতীর দাঁতের ব্যবসা জগৎ জুড়ে । চোরাশিকারির তীর থেকে, বাচ্চাদের মাকে রক্ষা করতো সে। আগে মা মারা গিয়ে, বাচ্চারা অনাথ হয়ে যেতো । কিন্তু ডিনার কল্যাণে, বাচ্চা হাতীর দল হেসে খেলে বেড়াতো ।

সেই ডিনা মারা গেলো হৃদরোগে । বয়স তো অনেক হয়েছিলো ! ডিনার মৃত্যুর পরে তার কবর খুঁড়ে , তাকে কাঠের ওপরে শুইয়ে-- সমাধিস্থ করে মানুষ নয় , সেইসব হাতীর পাল-- যারা ওর দ্বারা উপকৃত ।

বনবিভাগ এই ঘটনা ক্যামেরা বন্দি করেছে ।

চিংকি

একটি বনমানুষের নাম চিংকি ! পশুটি মারা গেলো অসময়ে । আসলে তার পালক, চিড়িয়াখানা থেকে অবসর গ্রহণ করে । অসম্ভব বন্ধুত্ব ছিলো দুজনের !

পালক অজেয় নন্দী, বয়সের কারণে রিটায়ার করে । নতুন পালক পূর্ণদাস ঘোষদস্তিদার আসে লম্বা ডিগ্রী নিয়ে । এসেই চিংকিকে এক ইঞ্জেকশান দিতে যায় । কিন্তু চিংকি যে সেই শয্যা নিয়েছে সেখান থেকে কিছুতেই সে নড়বে না । ক্ষুধা পেলেও সে কিছু না খেয়ে দিন কাটাতে শুরু করে । কেউ তাকে জলস্পর্শও করাতে পারেনা । এবং একদিন পশুটি শুকিয়ে কাঠি হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয় ।পুরনো পালক ফিরে এলেও আর দেখা হয়না । কারণ শোকে দু:খে , ততদিনে চিংকি ইহলোক ত্যাগ করেছে ।

মিরাকেল

ইন্দর মিত্র ; বিদেশে এসে খুবই অসুবিধায় পড়েছে । একের পর এক চাকরি চলে যাচ্ছে তার । কিছুতেই স্থায়ী একটা চাকরি যোগাড় করতে পারছে না । সরকারের স্বল্প সাহায্যে সংসার চলেনা । মেমবৌ , অ্যাঞ্জেলা- একমাত্র পুত্রকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে ।

সাথী বলতে এক কুকুর রয়েছে সঙ্গে । তারও খাওয়া পরা আছে তো ! নাম তার ক্যান্ডি ।

নিজে না খেলেও ওকে নিয়মিত খাবার দেয় ইন্দর । একদিন বিকেলে ওকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছে বন্দর নগর ডিমারায়, ইন্দর মিত্র ! হঠাৎ সারমেয়টি ওর হাত ছাড়িয়ে জলে নেমে যায় আর মুখে করে কিছু টেনে নিয়ে আসে । কাছে আসতে দেখা যায় একটি শিশু ওর মুখে ! তার কান ধরে টেনে এনেছে সে ।

বাচ্চাটি সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলো ! সারমেয় মিত্রের মিত্রতায়, ইন্দরের অনেক লাভ হয় । এক ধনকুবেরের নাতি- এই শিশুটিকে রক্ষা করায় মোটা ইনাম পায় ক্যান্ডি । তাতে ইন্দরের সব লোন শোধ হয়ে যায় ।

ক্লেভার

থাইল্যান্ড দেশের মেয়ে, মেলানি এখন বিদেশেই থিতু হয়েছে । ও ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে । হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে পরবর্ত্তীকালে প্রবাসে আসে । ঘরের কাজ তেমন পারেনা । রান্না তো একেবারেই না !

অত্যন্ত অপরিষ্কার ঘরদোর তার । বিয়ে করেছে এক ব্লাইন্ড মানুষকে কারণ সে কোটিপতি । এই অন্ধ সাহেব, হেজ্ ফান্ডে কাজ করে ধনবান হয়েছে । তাই এই স্বাধীন মানুষকেই জীবনসাথী হিসেবে বেছে নেয় মেলানি যে থাই নারী হলেও ধর্মের দিক্ থেকে একজন ক্যাথলিক্ ।

ইদানিং সে ঘর পরিষ্কারের জন্য দেশ থেকে লোক আনে । ওর ভাইবোন, আত্মীয় ও গ্রামের লোকে সবসময় ওর কাছে আসে । ওরা মার ঝাড়ু মার করে করে সব আবর্জনা সাফ করে ; বদলে ফ্রিতে বিদেশ সফর করে । ধনী, অন্ধ স্বামী- লোক ভালোবাসে তাই আপত্তি করেনা । এইভাবে নিঃসন্তান ক্লেভার দম্পতি, জীবন নদে ভেসে বেড়াচ্ছে ।

বদ্‌লা

চিকিৎসক শুক্লাপূর্ণিমা কিংফিশ, একা থাকে । ওরা ভারতীয় হলেও খ্রীস্টান । ওর স্বামী সবসময় বাইরে বাইরে কাজ করে । সে পেশায় একজন গাইনোকোলজিস্ট । স্ত্রীরোগ বিশারদ্ ।

পতিদেব জীবিত থাকলেও শুক্লা অন্য এক মেল নার্সের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়ায় ।

প্রশ্ন করলে জানা যায় যে সে স্বামীর কাজে খুশী নয় । একজন গাইনিকে বিশ্বাস করা শক্ত । নিয়মিত নারীদেহ নিয়ে কাজ করা এই বিশেষজ্ঞরা পেশার মুখোশ পরে কী করে তাই নিয়ে মনে সন্দেহ আছে, শুক্লার । দ্বন্দে না জড়িয়ে, প্যারালাল ব্যবস্থা করেছে সে। তার স্বামী কিন্তু তাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করে কারণ সে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে তাদের যমজ দুই বাচ্চা ; আসলে সেই মেল নার্সের !

গ্লাভস্ পরে রোগিনীকে পরীক্ষা করে কিনা এই নিয়ে প্রশ্ন করে বরকে বিব্রত করে তোলে শুক্লা ! অথচ স্বামীটি তার নেহাৎ-ই এক পেশাদার মানুষ ।

সবিতা

গ্রাম বাংলা থেকে পরবাসে এসেছে সবিতা । প্রায় ৫০ বছর অবধি গ্রামে জীবন কেটেছে তার । বলরামনগরের বাসিন্দা, এই মধ্যবয়সী মহিলা এক রেল কর্মীর পত্নী ছিলো । ছোট রেল স্টেশানে তাদের বাস !

অবসরের পরে, বয়সে অনেক ছোট স্ত্রীর রান্না খেয়ে মোহিত হওয়া স্বামী প্রণবেশ মন্ডল , বৌকে ফেসবুকে রান্না আপলোড্ করতে উৎসাহ দেয় । সারাটা জীবন উনুন আর ঘরদোরে জীবন কাটিয়েছে । এবার একটু খোলা জানালা দিয়ে দখিনা বাতাস আসুক না ! ক্ষতি তো নেই কিছু । ফেসবুকে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সবিতা । রান্নার হাত ভালো আর বিদেশী সমাজে না মিশতে পারা স্বদেশীরা- অবসরে আন্তর্জালে বসে বসে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয় । আমি ক্যালিফির্নিয়া থেকে , আমি প্যারিস্ থেকে ইত্যাদি । এইভাবে সবিতার সাথে রন্ধনের চেয়েও বেশি গল্পগাথায় মেতে ওঠে স্বদেশীরা । বিদেশীরাও আসে গুটি গুটি পায়ে । এবং এক বৌ পালানো বিদেশী, পেশায় খড় ব্যবসায়ী, সবিতার প্রেমে মজে যায় । খড়ের গাদার পাশে মেলে

রাখে নিজের ল্যাপটপ্-খানি ! পরে একটি হিউমান ট্র্যাফিকিং সংস্থার মাধ্যমে সবিতা বিদেশে পাড়ি জমায় । বলরামনগর মেতে ওঠে এই কেচ্ছা নিয়ে । ছোট, বড় সব পত্রিকায় এই খবর মশলা মাখিয়ে ছাপা হয় ।

সবিতা এখন মেম গিন্নী হয়েছে । তবে রান্নাগুলো কেউ খায়না । হাইজিনের সমস্যার সাথে সাথে অত্যাধিক তেল ও মশলার ব্যবহার ; এইসব ডিশগুলিকে **আনহেল্‌দি খানার** তালিকায় ফেলেছে, মানুষকে এগুলি অসুস্থ করে তোলে তাই ।

বুড়ো বয়সে বৌ পালানোয় বিব্রত, মন্ডল বাবু মনে মনে ভাবে-- সবার জন্য সবকিছু নয় কথাটিই বুঝি চরম সত্য ! মরণের আগে বুঝতে পেরেছে এই যা রক্ষে !

অপারেশান

হার্ট সার্জারি করতে আগ্রহী শ্লোক ঘোষ ।

ওর বাবা ইস্কনের সদস্য । ভক্ত প্রহ্লাদের মতন ওর বাবা কৈশোর থেকেই শ্রীকৃষ্ণের বড় ভক্ত । ছেলেকেও তাই শিখিয়েছে যে ভগবান কৃষ্ণই সব । পরম ব্রহ্ম । তার ওপরে কিছু নেই । চারটি সন্তানের নামও রেখেছে ধার্মিক সমস্ত জিনিসের নামে । অজপা , শ্লোক , রাই আর বৃন্দা ।

তাদের বাসায় নাকি রাম, সীতা আসে। চা বিস্কুট খায় । এইসব কাহিনী শুনে শুনে একদিন কিশোর শ্লোক জানতে চায় যে রাম ও সীতা কোথায় থাকে ?

তার বাবা বলে ওঠে , ওরা তোমার বুকের মধ্যে আছেন । তাই হৃদয় খুলে দেখতে চায় শ্লোক । হার্ট সার্জেনকে বলেছে যত কষ্টই হোক্ না কেন সে অস্ত্রপচার করাতে ইচ্ছুক , বুকের ভেতরে হনুমানের মতন রাম ও সীতাকে দেখার জন্য ।

পাখি

পক্ষী বিশারদ্ বিদিশা, তার কাজের জন্য মূলত বন বাঁদারে দিন কাটায় । একটি সরকারি সংস্থা , নিবিড় বনের মাঝে গড়ে তুলেছে পক্ষীশালা । এর বাইরেও, প্রকৃতির কোলে বিভিন্ন পাখি দেখার জন্য গভীর বনে থাকে বিদিশা ! ওর সঙ্গী বলতে চৌকিদার হুকুম সিং আর সহকারি জগ্গনাথ চৌবে !

সপ্তাহের চারদিন যখন সে অরণ্যের পাখি দেখতে যায় তখন একাই দিন যাপণ করে থাকে ।

সেইসময় তার সাথী হিসেবে দেখা যায় একটি রং বেরং এর পাখিকে ; যার কন্ঠস্বর খুবই সুরেলা ।

এই পাখির নাম সংসিং পাখি । সুন্দর গান করে আর ডাকে । যেদিন বিদিশা শহরে ফিরবে , তার আগের দিন পাখিটা সারাক্ষণ ওর সাথে ছিলো আর করুণ সুরে ডাকছিলো । পরে ওর সাথে উড়ে অফিসের কাছেও আসে। মানে ঐ পক্ষীশালায় । হুকুম সিং ওকে খাঁচায় রাখতে আগ্রহী । **কিন্তু বিদিশা ওকে ফিরিয়ে দেয় বনের কাছে , সবুজ চাঁদনীর আড়ালে ।**

উষ্ণ বরফ

হিম ও বরফকে ভীষণ ঘৃণা করে নিকোল । তার ভালো লাগে তাপ, উষ্ণতা , দাবদাহ..... এসবে মন শান্ত হয় ওর । শীতল বাতাসে নয় । স্বামী , চার্লস টিগাল আবার বরফের জন্য পাগল ।

পেশায় প্রযুক্তিবিদ্ চার্লস , সব ছুটিতে বরফ দেশে যায় । **স্কি** করতে ভালোবাসে । কিন্তু নিকোলের অসহ্য লাগে । ডাইভোর্সের ভয়ে ভীত নিকোল আপত্তি করেনা । এরকমই এক দিনে স্নোয়ি হিল্‌সে যায় ওরা দুজনে । বাচ্চারা তাদের ঠাকুর্দা / ঠাকুমার কাছে থেকে যায় । বছরে একবার দুজন এরকম রোমান্টিক

ট্রিপে যায় ; সন্তানদের দূরে রেখে । এতে নাকি বিয়ে বেঁচে থাকে ।স্নোয়ি হিলে গিয়ে পৌঁছায় সন্ধ্যার সময় । বরফে ঢাকা প্রান্তরে-- গাড়িতে চেন লাগিয়ে চলার সময় দূর থেকে একটি মোটেল দেখতে পায় । পাশের সব গাছগুলিতে বরফের আস্তরণ । মোটেলে ; বোর্ডটিও সাদা স্নোয়ে ঢাকা । কেবল একটি লন্ঠণ জ্বলছে সেখানে । বাইরে দুটি গাড়ি রাখা । তাতেও বরফের পুরু স্তর দেখা যায় । আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে ওরা সরাইখানার গেটে যায় । চমকে ওঠে

নিকোল ! ওর কৈশোরের বয়ফ্রেন্ড **ববি ফিরোজ** বসে কাউন্টারে । হ্যাঁ, সেই-ই বটে । স্বামীর সামনে ওকে না চেনার ভান করলেও, ববি ফিরোজ ওকে ঠিকই চিন্তে সক্ষম হয় । ওর মুগ্ধ দৃষ্টিই তার প্রমাণ । খুব ভালো স্বামী হতে পারে ববি ফিরোজ , মেয়েরা ঠিক যেমন চায় । কেয়ারিং, পত্নীর জন্য খরচ করে , নম্র, ভদ্র আর কুকুরের মতন বিশ্বাসী । আসলে নিকোল তখন এতই অপরিণত ছিলো যে অনেক কিছু চেয়েছিলো বয়ফ্রেন্ডের মধ্যে যা বাস্তবে সম্ভব নয় । সুপুরুষ , ধনী, শিক্ষিত , মার্জিত, বিশ্বাসী , বলিষ্ঠ একসাথে সব । পরে বুঝেছে --এতসব পাওয়া যায়না যে তা নয় তবে খুবই কম মানুষ তা পায় । কাজেই বিচ্ছেদ হয়ে গেছে , নিয়মিত ঝামেলায় পড়ে ।

এখন বরফদিন, উষ্ণতায় ভরে উঠেছে ।

তার স্বামী, চার্লস টিগাল দেখছে যে বৌ হঠাৎ-ই কোনো জাদুবলে বরফ প্রান্তর ভালোবাসতে শুরু করেছে । তবে সে কেবল স্নোয়ি হিল্‌সেই যেতে আগ্রহী, অন্যত্র নয় । কেন কে জানে !

হরিণ

একটি হরিণ শিশু ; বাড়ির ব্যাক্ ইয়ার্ডে এসে পড়েছিলো । মা তাকে ফেলে চলে গেছে আর ফেরেনি । শিশুটি খুবই রুগ্ন বোঝা যায় । নড়া চড়া করতে পারছে না ।

মালিক ও মালকিন্ মিস্টার ও মিসেস্ লরেল , ঐ মৃগছানাকে নিজেদের ঘরে এনে সুস্থ ও সবল করে তোলে । বাচ্চাটি ঘরের অন্যান্য গৃহপালিত পশুর ছায়ায় বেড়ে ওঠে । ওকে বনে ছেড়ে আসতে গেলেও সে যায়না । পেছন পেছন চলে আসে ।

পরে মিস্টার লরেল মারা যায় । বয়স হয়েছিলো আশির ওপরে । মিসেস্ লরেলের ছেলেরা তাকে দেখেনা । নিজেদের জীবন নিয়েই ব্যস্ত তারা । এমনকি উৎসবে কার্ড দেওয়া বা ফোন করা- কিছুই করেনা ।

শীতকালে মিসেস্ লরেল ঠান্ডায় প্রায় জমে গিয়েছিলো । মর মর অবস্থা তার কারণ দুর্বল শরীর নিয়ে গাড়ি চালিয়ে জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করতে পারেনি । এমন অবস্থায় সেই হরিণ শিশুটি যে এখন সবল পশু , দৌড়ে দৌড়ে ; প্রতিটি চলমান গাড়ির সাথে সাথে

লাফিয়ে একজন লোক যোগাড় করে আনে । সে কৌতুহলের বশে এলেও দেখে যে মিসেস্ লরেল মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে । পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ও আরও পরে বৃদ্ধাবাসে স্থানান্তরিত করা হয় স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ।

তবুও সন্তানেরা কেউ আসেনা ।

আর হরিণটি, যথারীতি বনে না গিয়ে ওদের বাড়ির সামনে ফিরে আসে বারবার আর করুণ চোখে চেয়ে থাকে দরজার দিকে । **এই বুঝি মিসেস্ লরেল গেট খুলে তাকে ইশারা করবে ।**

সীমাবদ্ধ

বেবী সিটারের কাজ করে মঙ্গোলিয়ান প্রজাতির মেয়ে হোমি , এক ভারতীয় পরিবারে ।

ছোট্ট মেয়ে মিশাকে ওর কাছে রেখে তার বাবা ও মা কাজে বার হয় ।

বাবা ব্যস্ত ম্যানেজার আর মা করে ওল্ড হোমে কাজ । হিসেবের কাজ ।

খুবই ভালো কাজ করে হোমি এমনটা জানলেও একদিন তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে মিশার মা । চাকরি যেতে আর্থিক সমস্যায় পড়ে হোমি ।

তার অপরাধ এই যে সে আগে তার দেশ কাম্বিয়ায় থাকতে নিয়মিত গ্রামের জলাশয়ে সাপ ধরতো । ওরা সাপের মাংস খেতে অভ্যস্ত । তাই ছোট থেকে নিজের বাবার কাছে সাপ ধরতে শেখা মেয়েটি কেউটে সহ বিষাক্ত সব সাপ একা ধরেছে । গল্পছলে সেইসব বলে ফেলায় বিপদ্ হয় । মাইনের খাম ; হাতে কিছু ডলার ধরিয়ে দিয়ে ওকে বিদায় করে মিশার মা । কারণ হিসেব মতন সে একজন নির্মম মহিলা নাহলে বিষাক্ত

সাপ ধরতে পারতো না । এমন নিষ্ঠুর মেয়েকে দিয়ে বেবী সিটারের মতন কোমল কাজ করানো চলে না ।

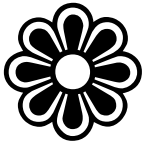

তসলিমা

বাংলাদেশ থেকে আসা মেয়ে তসলিমা পেশায় একজন শিক্ষক । কলেজে পড়ায় । লম্বা ছুটি পায় বছরে । তবুও শাদি করার সময় হয়না । কাজ আর কাজ নিয়ে ব্যস্ত মেয়েটি খুবই সিরিয়াস কর্মযোগী । তাই হয়ত পুরুষের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত থেকে যায় । তবু মনে তো নিয়ম করে বসন্ত আসে ! তাই একসময় লোকাল ডেটিং সংস্থায় হাজির হয় । সেখানে এক অ্যাডাল্ট সন্ধ্যায় , ব্লু ফিল্মের আয়োজন করে সংস্থার মালিক । তসলিমা ভাবে যে এবার হয়ত কাউকে পাবে । পেয়েও যায় কিন্তু সে একজন বৃদ্ধ । কারণ অ্যাডাল্ট শো দেখতে যারা আসে সবারই সত্তরের ওপরে বয়স ।

কৈশোরে বাবাকে হারানো মেয়েটি ভাবে ; জীবনে ফাদার ফিগার কী সে জানেনা । তাই এমন একজনকে বিয়ে করবে যে বাবা প্লাস বর দুটো ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ । বরের মতন প্রেম আর বাবার মতন স্নেহ মিশ্রিত আবেগ পাবে নিয়মিত । তাই এই বৃদ্ধকে, নাম যার রুশী স্টালিন , তসলিমা স্বামী রূপে বরণ করে ।

তসলিমার আসলে একটি অদ্ভুত স্বভাব আছে যার জন্য সে কমিউনিটিতে খুব পপুলার । মুক্ত হস্তে দান করে সে । আর দানের কায়দাটা খুবই আজব ।

স্যুটকেস্ ভর্ত্তি নতুন জিনিস , পোশাক , সাজের জিনিস, ইলেকট্রনিক্ বস্তু সে ইচ্ছে করে ফেলে আসে নানান স্টেশানে , বাসস্টপে , শপিং মলে অথবা গ্যাস স্টেশানে । লোকাল লোকেরা জানেও কে এই কাজ করে কিন্তু ওকে কখনো বারণ করেনি কেউ ।

বিভিন্ন সংস্থায় দান করলে নাকি তারা ডোনেশানের জন্য বিরক্ত করে করে মারে তাই এইভাবেই একজন অজানা দাত্রী হিসেবে লোকের উপকার করে চলে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা , তসলিমা স্টালিন !

বাস্তু ঘুঘু

নৌকো করে অচেনা সমাজে পাড়ি জমানো শিশির সাহার বয়স প্রায় ৫০ !

তার বাবার ক্রেডিট কার্ডে প্রচুর দেনা ছিলো ।

ভাই বোনেরা সবাই সরকারি চাকুরে । শিশির নিজে চালাতো একটি ব্যবসা । ভালই আয় হতো । তাই পিতৃ ঋণ শোধ করতে হয় তাকেই , বাবার মৃত্যুর পরে । এরপরে লোকাল দাদাদের ধরে বিদেশে চলে আসে । উদ্বাস্তু হয়ে । কাগজপত্র পার্টির দাদারাই তৈরি করে দেয় । তার বাবাও ছোট খাটো পার্টি করতো । লোকাল নেতা ছিলো ।

বিদেশে এসে কিছুদিন কাজ করে ভালই কামায় শিশির সাহা । কিন্তু সরকার পক্ষ তাকে ডিটেনশান্ সেন্টারে

ফেরৎ পাঠায় । লোকাল মানুষেরা এদের চায় । তাদের কমিউনিটি ছোট তাই কাজের লোক কম । এইসব উদ্বাস্তুরা এসে কাজের হাল ধরে । মাখনের মতন চলে সব কিছু তখন । তাই এদের ফেরৎ পাঠাবার ব্যাপারে দেশবাসী একমত নয় সরকারের সাথে । শিশির সাহার

সমস্যা অবশ্য ভিন্ন । পিতৃঋণ শোধ করতে গিয়ে সর্বস্ব খোয়ানো মানুষটি দেশে ফিরতে পেরে খুশিই হয় ।

নিজের দেশই নাকি সেরা এমন কথা বলতো সবাইকে ।

বাইরের লোকের কাছে নিন্দে করবে কেন ?

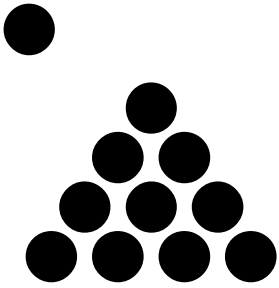

জুতো সেলাই

সারাটা দুনিয়া চামড়া দিয়ে না ঢেকে, পদযুগল জুতো দিয়ে ঢেকে ফেলা ভালো । কাজেই যে জুতো আবিষ্কার করেছে সে বেশ বুদ্ধিমান হলেও মুচি সেরকম শ্রদ্ধা পায়না । তাই বিলাবল চর্মকার, সুদূর ভারত থেকে মন্‌জারি দেশে এসে ঘাঁটি গেড়েছে ।

মন্‌জারি রাজ্যে ; ঝারোয়া নামে একটি পর্বত আছে যেখানে আজ প্রায় ৫০০০০ বছর ধরে সমানে আগুন জ্বলছে, একটি গুহায় ।

বৈজ্ঞানিকেরা বলে এটা হল ভূ-গর্ভস্থ কোনো খনিজের কারসাজি । কিন্তু আদিবাসীরা মনে করে এগুলো শয়তানের অভিশাপ । কেউ ঐ ঝারোয়ায় গেলে, প্রাণ নিয়ে ফেরেনা । বহু পর্যটক ও র‍্যাশেনাল মানুষ ওখানে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে ।

তবুও সরকার ওখানে একটি সার্ভে অফিস গড়েছে । সেখানে একজন কর্মী চাই । মোটা মাইনে পাবে কারণ কেউ সেখানে যেতে চায়না ।

মুচির ছেলে বিলাবল, সেই কাজটি স্বেচ্ছায় করতে রাজি হয়েছে । মোটা মাইনের সাথে সাথে নির্জন জায়গা বলে একটি কোয়ার্টারও পেয়েছে । এক কামরার এক ঘর আর লাগোয়া কিচেন ও টয়লেট । একটু বারান্দা আর এক চিলতে বাগানও আছে ।

কিন্তু তার জীবনের ভয় নেই ?

প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলে বিলাবল । আগে জীবন ধারণ তারপরে তো জীবন যাবার ভয় ! এটা না করলে খেতে পাবেনা তাই খেয়ে/পরে বাঁচলে তবে প্রাণনাশের ভয় ।

দেশে ফিরে জুতো সেলাই করতে ইচ্ছুক নয় সে ; তাই আপাততঃ চন্ডীপাঠই করছে । **কেবল এই চন্ডীপাঠকে বলা হয় ডেভিল ওয়ার্শিপ্ । আদিবাসীদের মতে শয়তানের পুজো । শক্তিমান হওয়া ও ইচ্ছেপুরণের জন্য অনেকেই যা করে থাকে ।**

THE END